দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ SEP. 1 4 2006
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

এইচএসসি'তে ৮৬ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একজনও পাস না করার নেপথ্যে–

● কলেজগুলো সদ্য প্রতিষ্ঠিত ● ছাত্রসংখ্যা নগণ্য ● শিক্ষক আছেন নামেমাত্র ● তদবিরের মাধ্যমে অনুমোদন লাভ

॥ সাহাবুল হক ॥

উচ্চ মাধ্যমিকে চলতি বছর পাসের রেকর্ড গড়লেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৮৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে একজন পরীক্ষার্থীও উত্তীর্ণ হতে পারেনি। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক কিংবা দুই বছর পূর্বে। এখানে ছাত্র সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। শিক্ষক আছেন নামমাত্র। ধরাধরি এবং সরকারের উর্ধ্বতন মহলের তদবিরের মাধ্যমে এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বোর্ডের অনুমতি লাভ করেছে।

আরো জানা যায়, দেশে প্রয়োজনের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু থাকায় অনেক স্কুল-কলেজই শিক্ষার্থী শূন্যতায় ভোগে। আর ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি না হলে সরকারের নিকট থেকে অনুদান পাওয়া বন্ধ হ যাবে বলে ছাত্র-ছাত্রী ধরতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক কৌশলের আ নিয়ে থাকে। এ ধরনের ৮৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ঢাকা বো ১টি, রাজশাহী ২২টি, যশোর ৮টি, চট্টগ্রাম ৫টি, বরিশাল ৩টি এ মাদ্রাসা বোর্ডের ৩১টি।

গত ৫ বছরের এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, শূন্যপাস কলেজগুলো সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ১৩১, ২০০ সালে ২৭৮, ২০০৩ সালে ২৯৮, ২০০২ সালে ৫৫৩ এবং ২০০১ সা ছিল ৪৭৯। শূন্যপাস কলেজগুলোর মধ্যে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড এ মাদ্রাসা বোর্ড বরাবরই শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। (১৯শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্র

এইচএসসিতে

(২০শ পৃঃ পর)

রাজশাহী বোর্ডে ২০০১ সালে শূন্যপাস করা কলেজের সংখ্যা ছিল ৫০টি, পরের বছর অর্থাৎ ২০০২ সালে ৪৪টি, ২০০৩ সালে ৪৭টি, ২০০৪ সালে ৪৩টি এবং ২০০৫ সালে ১৩টি। অপরদিকে এ বছর মাদ্রাসা বোর্ডের পাসের হার রয়েছে সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৭৫ দশমিক ২৩। মাদ্রাসা বোর্ডে ২০০১ সালে শূন্যপাস প্রতিষ্ঠান ছিল ৩৭৯, ২০০২ সালে ৪৬৯, ২০০৩ সালে ২১৭, ২০০৪ সালে ১৯৪ এবং ২০০৫ সালে ৮৩।

শূন্যপাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার পালপুর দহরামপুর কলেজ, তানোর থানার চন্দনকথা হাইস্কুল এন্ড কলেজ, মোহাম্মদপুর মুক্তিযোদ্ধা মেমোরিয়াল কলেজ, পোর্শা থানা (নওগাঁ) গাভুরিয়া শহীদ স্মৃতি মহিলা কলেজ, চাটমোহর থানার (পাবনা) চলনবিল আদর্শ কলেজ, দুপচাঁচিয়া (বগুড়া) বারানিলাহালি বেড়াগ্রাম কলেজ, কালাই থানার (জয়পুরহাট) মলামগাড়ী আদর্শ কলেজ, ক্ষেতলালের (জয়পুরহাট) চতুলি কলেজ, পীরগাছা থানার (রংপুর) তাম্বলপুর কলেজ, পীরগঞ্জের (রংপুর) মহীয়সী বেগম রোকেয়া কলেজ, সাদুল্লাপুর (গাইবান্ধা) থানার হিঙ্গারপাড়া বালিকা বিদ্যালয় এবং কলেজ, সুন্দরগঞ্জ থানার বামনডাঙ্গা এমএম আলহাজ্ব হোসাইন মুহাম্মদ এরশাদ স্কুল এন্ড কলেজ, শোভাগঞ্জ বালিকা মডেল কলেজ, গোবিন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা) থানার শাহগাছী মডেল বিএল বালিকা বিদ্যালয় এন্ড মহিলা কলেজ, বুড়াবুড়ি আজিতুল্লাহ হাইস্কুল এন্ড কলেজ, উলিপুর (কুড়িগ্রাম) থানার বজরা কলেজ, হযরত ফাতেমা (রাঃ), মহিলা স্কুল এন্ড কলেজ, বীরগঞ্জ থানার (দিনাজপুর) টিবিএম কলেজ, বোচাগঞ্জ থানার (দিনাজপুর) হাজী দানেশ কলেজ, রানী শংকৈল থানার (ঠাকুরগাঁও) গগর উইমেন্স আদর্শ কলেজ, হারীপুর থানার টঙিরা হাইস্কুল এন্ড কলেজ এবং দেবীগঞ্জ থানার (পঞ্চগড়) বাগদাহ হাইস্কুল এন্ড কলেজ।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের দাকোপ থানার (খুলনা) সোনার বাংলা কলেজ, মোড়েলগঞ্জ থানার (বাগেরহাট) সিংজর পোপালপুর কলেজ, মংলার ইউনুস আলী কলিজিয়েট স্কুল, বাগেরহাট সদরের খানজাহান আলী মহিলা কলেজ, সাতক্ষীরা সদরের ইসলামিয়া মহিলা কলেজ, আশাশুনি থানার মহিশাডিঙ্গা কলজিয়েট স্কুল এবং কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের হোসাইনাবাদ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের বাকেরগঞ্জ থানার (বরিশাল) বাকেরগঞ্জ মহিলা কলেজ, মঠবাড়িয়া থানার (পিরোজপুর) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কলেজ এবং নলছিটি থানার (ঝালকাঠি) আব্দুল আজিজ মহাবিদ্যালয়।

ঢাকা বোর্ডের একমাত্র শূন্যপাস প্রতিষ্ঠান হলো রূপগঞ্জ থানার (নারায়ণগঞ্জ) আব্দুল আজিজ মিয়া আয়েশা খাতুন কলেজ।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের জেএম সেন (নৈশ) কলেজ, দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া শিলক মহিলা কলেজ, টেকনাফ থানার আলহাজ্ব আলী আশিয়া স্কুল এন্ড কলেজ, লক্ষীছড়ি কলেজ এবং রুমা সাঙ্গু কলেজ।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে শূন্য পাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ থানার মুকিমপুর সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা, গাইবান্ধা সদরের কামারজানি বণিক ফাজিল মাদ্রাসা, গাইবান্ধা সাদুল্লাপুরের কিছমত বাগচী আলিম মাদ্রাসা, বগুড়ার দুপচাচিয়ার অর্জনুগরি তাজ সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা, গাইবান্ধা সাদুল্লাপুরের চকশলাইপুর আলিম মাদ্রাসা, ঠাকুরগাঁওর রাণী-শংকৈল-এর বাংলাঘর আলিম মাদ্রাসা, জামালপুর বকশীগঞ্জের বকশীগঞ্জ খাইরুদ্দিন আলীম মাদ্রাসা, শেরপুর নকলার বিবিরচর রহমানিয়া ফাজিল মাদ্রাসা, ফেনীর ছাগলনাইয়ার শুভপুর ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা, খাগড়াছড়ির পানছড়ির পানছড়ি ইসলামিয়া সিনিয়র দাখিল মাদ্রাসা, ঠাকুরগাঁও পীরগঞ্জের ভেবরা ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা, লক্ষীপুর রামগতির চরমতি মুন্সীগঞ্জ ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা, গাজীপুর কাপাসিয়ার চর বখুয়া মদিনাতুল উলুম জামেয়া আলিম মাদ্রাসা, মাদারীপুর শিবচরের মিরজারচর আলিম মাদ্রাসা, কিশোরগঞ্জ তারাইলের রাজ্জাকিয়া দারুস সুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা, রাজশাহী গোদাগাড়ীর আয়শা সাবের দাখিল মাদ্রাসা, সিরাজগঞ্জ রায়গঞ্জের দুমরাই ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, বগুড়া গাবতলীর মহিসাবান সরকার পাড়া আলিম মাদ্রাসা, ঠাকুরগাঁও বালিয়াডাঙ্গার বড় পলাশবাড়ী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, যশোর বাঘার পাড়ার ছোটা ক্ষুদ্র আব্দুল হাই আলিম মাদ্রাসা, পিরোজপুর ভান্ডারিয়ার নয়াখালি মতিডাঙ্গা আলিম মাদ্রাসা ও উত্তর ধাওয়া আলহাজ্ব কাশেমিয়া আলিম মাদ্রাসা, পিরোজপুর মঠবাড়ীয়ার কাকড়াবুনিয়া গার্লস আলিম মাদ্রাসা, সিলেট বিয়ানীবাজারের ডুবাগবাজার হাফেজিয়া আলিম মাদ্রাসা, মাদারীপুর সদরের বাড়াইলবাড়ী সুলতানিয়া আলিম মাদ্রাসা, দিনাজপুর চিরির বন্দরের একেএম লাকিজুদ্দিন চৌধুরী দাখিল মাদ্রাসা, খুলনা পাইকগাছার পত্রবুনিয়া আলিম মাদ্রাসা, যশোর বাঘারপাড়ার দরগাহপুর ফাজিল মাদ্রাসা ও মনিরামপুরের রতনদিয়া ইসলামিয়া গার্লস আলিম মাদ্রাসা, নড়াইলের কালিয়ারটোনা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, বরিশাল মেহেন্দীগঞ্জের মদীনাতুল উলুম ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা।

জানা যায়, গতবারের শূন্য পাসের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটিও এ বছর শূন্যপাসের তালিকায় নেই। এছাড়া পরপর দু'বার শূন্যপাস করলে সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরকারি অনুদান বন্ধ করে দেয়া হয়। এ বছর যারা শূন্যপাস করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অচিরেই তাদেরকে শোকজ নোটিস পাঠাবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর হারুনুর রশীদ শূন্যপাস কলেজগুলো সম্পর্কে বলেন, নতুন প্রতিষ্ঠিত এ কলেজগুলোতে ভালো শিক্ষকের অভাব। শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করা হয় না।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর এনামুল হক ইত্তেফাককে বলেন, শূণ্যপাস এ কলেজগুলো রাজশাহীর একেবারেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত। কলেজগুলো একেবারেই নতুন এবং এখানে স্বল্পমেধার ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হয়। এ কলেজগুলোর